মুভিটেকনিকের
নিবেদন।

এই-তো-সংসার

পরিবেশক
মুভীস্থান লিঃ

মুভী টেকনিকের

এই-তো-সংসার

পরিচালনায়

ফণী মজুমদার

কাহিনী	…মনীন্দ্র কুমার দত্ত	**সহকারী**	
চিত্র-শিল্পী	·· বিভূতি লাহা	পরিচালনায়	·· অরবিন্দ সেন
শব্দ-যন্ত্রী	·· রবীন চট্টোপাধ্যায়	”	…বিজয় সেন
”	জগদীশ বসু	চিত্র-শিল্পে	·· বিনয় রায়
সঙ্গীত-পরিচালনা	· হরিপ্রসন্ন দাস	”	·· সুধীর বসু
শিল্প-নির্দ্দেশক	…ব্রতীন্দ্র নাথ ঠাকুর	”	…সত্যেন চন্দ
অন্যান্য গান	·· অজয় ভট্টাচার্য্য	”	…তারক দাস
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	··শৈলেন ঘোষাল	শব্দ-যন্ত্রে	· শচীন চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনা	…বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়	”	…অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপক	·· হেরম্ব চক্রবর্ত্তী	”	·· সুস্থির দত্ত
”	…বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়	দৃশ্য-সজ্জায়	·· গোপী সেন
আলোক-শিল্পী	…সুরেন চট্টোপাধ্যায়	সম্পাদনায়	·· রবীন দাস
নৃত্য-শিক্ষক	·· ব্রজ পাল	”	·· রবীন মজুমদার

সঙ্গীত-পরিচালনায় …বিমল দত্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনায় ·· বিজয় গোস্বামী, আলোক-শিল্পে …হেমন্ত বসু

রূপায়ণে ঃ মণিকা দেশাই, ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব চক্রবর্ত্তী, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য্য, রেবা দেবী, মায়া বসু, সত্য মুখোপাধ্যায়, সুকুমার পাল, সুধীর মিত্র, গোকুল মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, শীলা রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ সেন, চমন লাল, শান্তা এবং বেলা, পান্না, রাজলক্ষ্মী, বীণা, মহামায়া, কালি গুই, পথচারী প্রভৃতি।

কাহিনী

হুগলী জেলায় ভগবানপুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে অলকার জন্ম।

অলকার বিবাহ রাত্রি। বাসর গৃহ ফুলে ফুলময়। নারীকণ্ঠের কল-কাকলিতে মুখরিত। অকস্মাৎ পুলিশ আসিয়া বর-বেশী যুবককে করিল বন্দী।

যে সৌম্য সুদর্শন যুবকের স্নিগ্ধ দৃষ্টি মধুর হাসি দে'খিয়া অলকা তাহার নব-উন্মেষিত যৌবন সমর্পণ করিতে গিয়াছিল—সে মুখে ফুটে উঠল ক্রুর হাস্য—চক্ষুতে দেখা দিল—সর্প দৃষ্টি। যুবক নাম ও জাত ভাঁড়াইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে—মূর্চ্ছিত হইল অলকা আতঙ্কে চিৎকার করিয়া।

দোষ করিয়া নর-পিশাচ গেল জেলে ঘানি টানতে। সমাজ ফতোয়া জারী করিল—অলকাকে যে গৃহে স্থান দিবে—সে হইবে সমাজে পতিত।

অলকার পথ কি? আত্মহত্যা—না পলায়ন?

অলকা পলায়ন করিল—আত্ম-রক্ষার জন্য অলকা হাজারীবাগ জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলে অভ্রের খনির দেশে ছোট্ট একটী হাঁসপাতালে নার্সের চাকরী গ্রহণ করিল। নাম বদলাইয়া হইল মাধবী। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি—মাধবীকে নিশ্চিন্তে থাকিতে দিল না। তাহার রূপ-যৌবন ও সরল ব্যবহারে আকৃষ্ট হইল তরুণ ধনী যুবক অরুণকুমার। মাধবীর কোন পুরাতন ইতিহাস সে শুনিতে চায় না—সে চায় শুধু মাধবীকে পত্নীরূপে পাইতে। নিয়তির আবর্ত্তে—জেল ফেরৎ মাধবীর প্রথম বিবাহ রাত্রির স্বামী—মথুরা মোহনের চক্রান্তে প্রকাশ হইয়া গেল মাধবী পূর্ব্ব-বিবাহিতা। অমনি অরুণের অথৈ প্রেম কর্পূরের মত নিঃশেষ হইয়া গেল।

মাধবী আর সহ্য করিতে পারিল না। সব দেহ ও বোধ শক্তি যেন অসাড় হইয়া গেল।

নির্দ্দোষ এই কিশোরীর জীবন কি বিফলে যাবে? ধীরে ধীরে সে কি আলিঙ্গন করবে মৃত্যুকে?

সঙ্গীতাংশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'হে ক্ষণিকের অতিথি'
'ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে'
'মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এলো'
'ওগো বঁধু সুন্দরী।'

ওরে বটবৃক্ষরে শুনিতে কি পাও?
তেপান্তরের মাঠে তুমি থাকো
কত পথের দিশা তুমি রাখো
আমি দুয়োরাণী—তোমার দোসর জানি।
জানো যদি যমের বাড়ী
আমায় ব'লে দাও
মরণ-পুরীর পথ দেখাইয়া
আমারে বাঁচাও।

—অজয় ভট্টাচার্য্য

দুই S. N. Dey-12,000

সাজো সাজোরে কানু
মালতী মালায়,
নাচো নাচোরে কানু Minar-1 10/50
তমাল তলায়।
দিও দিও রে বেনু
ও রাঙ্গা অধরে,
সেই বেনু শুনিয়া গোধন
গোঠে যেন চরে—
নীলা নীলারে নদী
উজান যেন ধায়।

—অজয় ভট্টাচার্য্য

তিন

মাধবী হঠাৎ কোথা হ'তে
এলো ফাল্গুন দিনের স্রোতে
এসে হেসেই ব'লে "যাই যাই যাই।"
পাতারা ঘিরে' দলে দলে
তারে' কানে কানে বলে
"না—না—না"
নাচে তাই তাই তাই।—
আকাশের তারা বলে তারে'
"তুমি এস গগণ পারে'
তোমায় চাই চাই চাই!"
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে' কানে কানে বলে—
"না—না—না'
নাচে তাই তাই তাই।
বাতাস দখিন হ'তে আসে
ফেরে তা'রি পাশে পাশে
বলে, আয় আয় আয়!"
বলে নীল অতলের কূলে
সুদূর অস্তাচলের মূলে
বেলা যায় যায় যায়!"
বলে "পূর্ণশশীর রাতি
ক্রমে মলিন হ'ল ভাতি
সময় নাই নাই নাই।
পাতারা ঘিরে' দলে দলে
তারে কানে কানে বলে
"না—না—না"
নাচে তাই তাই তাই।

চার

ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে
আঁচলখানি দোলে।
ওরি গানের তালে তালে
আমে জামে শিরীষ শালে
নাচন লাগে পাতায় পাতায়
আকুল কল্লোলে।
আমার দুই আঁখি ঐ সুরে
যায় হারিয়ে সজল ধারায়
ঐ ছায়াময় দূরে’।
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে
কোন সাথী মোর যায় যে ডেকে
একলা দিনের বুকের ভিতর
ব্যথার তুফান তোলে।

পাঁচ

হে ক্ষণিকের অতিথি
এলে প্রভাতে কারে’ চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া
কোন অমরার বিরহিনীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে’
এলে নাহিয়া॥
ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো।
মিলন ছলে বিরহ আনো।
চলেছো পথিক আলোক-যানে
আঁধার পানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া॥

ছয়

ওগো বধূ সুন্দরী
তুমি মধু মঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকা মাল্যের বন্ধন।
এনেছি বসন্তের
অঞ্জলী গন্ধের
পলাশের কুঙ্কুম, চাঁদিনীর চন্দন
পারুলের’ হিল্লোল,
শিরীষের হিন্দোল,
মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কন।
উল্লাস উতরোল
বেণুবন কল্লোল,
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন্‌।
তব আঁখি পল্লবে
দিও আঁকি বল্লভে
গগণের নব-নীল স্বপনের অঞ্জন।

সাত

ভাঙ্গি গিরি কান্তার
লুটিয়াছি ভাণ্ডার।
পাতালের বক্ষে যে
যক্ষের সম্পদ
লুণ্ঠন করেছি রে’
দ্বারে তার হানি পদ।
কত জোরে পঞ্জায়
লুটি যাহা মন চায়
দুর্জ্জয় প্রাণ যায়
এ ধরায় মান তার
ভাঙ্গি গিরি কান্তার
লুটিয়াছি ভাণ্ডার।

শ্রীরজনীকান্ত দত্ত কর্তৃক ১০৭, লোয়ার সার্কুলার রোড, মুভীস্থান লিমিটেডের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ৪২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, শৈল আর্ট প্রেস হইতে শ্রীউমাপতি গাঙ্গুলিকর্তৃক মুদ্রিত।